رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহ্রাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

৪র্থ খণ্ড ইনার - ঘ

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুব্হামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসতা্নুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফায্লি।

অধ্যায়

দু'আ-প্রার্থনা

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	দু'আর ফযীলত	১
অনুচ্ছেদ	ঃ	কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করার ফযীলত	১২
অনুচ্ছেদ	ঃ	দু'আ সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল	১৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	ওলীদের কারামাত ও তাঁদের ফযীলত	১৫

অধ্যায়

নিষিদ্ধ কাজসমূহ

অনুচ্ছেদ	ঃ	গীবত-পরনিন্দা হারাম হওয়া এবং সংযতবাক হওয়ার নির্দেশ	২৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	গীবত বা পরচর্চা শ্রবণ হারাম	৩৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে ধরনের গীবতে দোষ নেই	৩৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	কুটনামী বা পরোক্ষ নিন্দা করা হারাম	৪১
অনুচ্ছেদ	ঃ	মানুষের যাবতীয় কথাবার্তা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ	৪২
অনুচ্ছেদ	ঃ	দ্বিমুখীপনার প্রতি নিন্দা	৪৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	মিথা বলা হারাম	৪৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয	৫০
অনুচ্ছেদ	ঃ	সত্যাসত্য যাচাই করার পর কোন কথা বর্ণনা করতে হবে	৫১
অনুচ্ছেদ	ঃ	মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম	৫২
অনুচ্ছেদ	ঃ	নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোন পশুকে অভিশাপ দেয়া হারাম	৫৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	দুষ্কৃতিকারীদের নাম নির্দিষ্ট না করে অভিশাপ দেয়া জায়িয	৫৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া হারাম	৫৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	মৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বা শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া গালি গালাজ করা হারাম	৫৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	উৎপীড়ণ করা নিষেধ	৫৯

বিষয়			পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ	ঃ	পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, দেখা সাক্ষাত বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষেধ	৬০
অনুচ্ছেদ	ঃ	হিংসা-বিদ্বেষ করা হারাম	৬১
অনুচ্ছেদ	ঃ	পরস্পরের দোষত্রুটি তালাশ করা ও গোপনে কান পেতে শুনা নিষেধ	৬২
অনুচ্ছেদ	ঃ	অযথা কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা নিষেধ	৬৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করা নিষেধ	৬৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ বা সন্তোষ প্রকাশ করা নিষেধ	৬৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	আইনগতভাবে স্বীকৃত বংশ সম্পর্কের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম	৬৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা নিষেধ	৬৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	ওয়াদা খেলাফ করা হারাম	৬৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	গর্ব ও বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ	৭০
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা নিষেধ। তবে বিদ'আত ও গোনাহের কাজ প্রকাশ পেলে জায়িয	৭১
অনুচ্ছেদ	ঃ	তিন জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনের কানে কানে কথা বলা নিষেধ। তবে প্রয়োজনে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচু স্বরে কথা বলতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না এমন ভাষায়ও কথা বলা যেতে পারে	৭৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	শরয়ী কারণ ছাড়া ক্রীতদাস, জীবজন্তু, স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া নিষেধ	৭৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়া এবং অনুরূপ কোন প্রাণীকেও আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া নিষেধ	৭৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	প্রাপক তার পাওনা দাবী করলে ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা হারাম	৭৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	উপঢৌকন দিয়ে তা প্রাপকের কাছে হস্তান্তর না করে ফেরত নেয়া অপসন্দনীয়। একইভাবে নিজের সন্তানকে সাদাকা দিয়ে তা তার কাছে হস্তান্তর করা হোক বা না হোক এবং যে ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হল তার নিকট থেকে দাতার উক্ত সাদাকার বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। যাকাত, কাফ্ফারা বা অনুরূপ অন্যান্য বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। তবে তা যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা হয় তাহলে কোন দোষ হবে না	৭৯

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	৮০
অনুচ্ছেদ	ঃ	সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	৮২
অনুচ্ছেদ	ঃ	রিয়া বা প্রদর্শনীমূলকভাবে কোন কাজ করা হারাম	৮৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	যে সব জিনিষের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা নেই	৮৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	অপরিচিত নারীর ও সুদর্শনা বালকদের প্রতি শরয়ী কারণ ছাড়া তাকানো হারাম	৮৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	পর স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করা হারাম	৮৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের অনুকরণ হারাম	৮৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	শয়তান ও কাফিরদের অনুকরণ করা নিষেধ	৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	নারী পুরুষ সবার চুলে কালো খিযাব ব্যাবহার করা নিষেধ	৯১
অনুচ্ছেদ	ঃ	মাথার কিছু অংশ মুন্ডানো নিষেধ। মাথার কিছু অংশ মুড়ে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া নিষেধ। পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুড়ে ফেলা জায়েয। কিন্তু নারীদের জন্য মাথা মুড়ে ফেলা জায়িয নয়	৯২
অনুচ্ছেদ	ঃ	পরচুলা লাগানো, উল্কি অংক ও দাত চেঁছে চিকন করা হারাম	৯৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	সাদা দাড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা নিষেধ। যুবকের দাড়ি গজালে তা চেঁছে ফেলা নিষেধ	৯৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	ডান হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া করা এবং বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থানে ডান হাত লাগানো খারাপ	৯৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা, মোজা পরে চলাফেরা করা এবং দাঁড়িয়ে জুতা ও মোজা পরা মকরূহ	৯৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রেখে ঘুমানো নিষেধ	৯৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	ভান করা নিষেধ। সেটা কাজ, কথায় এমন ভণিতা করা যার মাঝে কোন কল্যাণ নেই	৯৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, মুখে চপোটাঘাত করা, জামার বুক চিড়ে ফেলা, মাথা মুড়ে ফেলা, বিপদ ডাকা ইত্যাদি কাজ হারাম	৯৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	জ্যোতিষী এবং ভাগ্য গণনাকারী প্রভৃতির কাছে যাওয়া নিষেধ।	১০২
অনুচ্ছেদ	ঃ	শুভ বা অশুভ হওয়ার আকীদা পোষণ করা নিষেধ	১০৪

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	বিছানা-পত্র, পাথর ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপ, বালিশ, পাথর, ধাতু, মুদ্রা, কাগজী নোট, ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বা অনুরূপভাবে দেয়াল. ছাদ, পর্দার কাপড়, পাগড়ি, কাপড় ইত্যাদির উপর চিত্রাংকন করা নিষেধ এবং এগুলো থেকে ছবি তুলে ফেলা বা মুছে ফেলার নির্দেশ	১০৫
অনুচ্ছেদ ঃ	শিকার এবং গবাদি পশু ও কৃষির ক্ষেত্রের পাহারা দেয়া উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম	১০৯
অনুচ্ছেদ ঃ	উট অথবা অন্য কোন পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা মাকরূহ	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	নাপাক বস্তু বা বিষ্ঠা খেকো পশুতে আরোহণ করা মাকরূহ। তবে অভ্যাস বদলে নিয়ে যদি পবিত্র ঘাস খেতে শুরু করে তাহলে আর মাকরূহ হবে না এবং গোশত পবিত্র হয়ে যাবে	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। মসজিদকে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা, থুথু বা অনুরূপ কোন কিছু থাকলে তা দূর করার আদেশ	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মসজিদে ঝগড়া বিবাদ করা, উচ্চস্বরে আওয়াজ করা বা কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজ করা, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি লেন-দেন করা মাকরূহ	১১১
অনুচ্ছেদ ঃ	পিঁয়াজ, রসুন এবং অনুরূপ কোন দুগন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পর দুর্গন্ত দূর হওয়ার পূর্বে বিনা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ	১১৩
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বার সময় হাঁটুর সাথে পেট মিলিয়ে বসা মাকরূহ	১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ব্যক্তি কুরবানী করার সংকল্প করেছে তার জন্য যিল-হজ্জের প্রথম দশদিন অর্থাৎ দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল কাটা নিষেধ	১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ	সৃষ্টির নামে শপথ করা নিষেধ। কোন সৃষ্টজীব বা বস্তুর নামে শপথ করা জায়িয নয়। যেমন ঃ নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা, কা'বা ঘর, আসমান, পিতা, দাদা, জীবন, রুহ্‌, মাথা ইত্যাদির নাম করে শপথ করা এবং অনুরূপ সুলতান বা সম্রাটের দান, অমুকের কবর, আমানত বা বিশ্বস্ততার শপথ করা। এসবের উল্লেখ করে শপথ করা. কঠোরভাবে নিষেধ	১১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	১১৬

বিষয়			পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন লোক কোন একটি কাজের শপথ গ্রহণ করল। অতঃপর এর চেয়ে উত্তম কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং পরে শপথ ভংগের কাফ্ফারা আদায় করলেই চলবে	১১৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	অর্থহীন শপথসমূহ ক্ষমারযোগ্য। এ জাতীয় শপথ ভংগ করাতে কোক কাফ্ফারা আদায় করতে হয় না। এই শপথগুলো এমন ধরনের যা অভ্যাসবশতঃ শপথ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায়। যেমন, সচরাচর কথাবার্তা বলার সময় আল্লাহর কসম, 'খোদার শপথ' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে	১১৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সত্য শপথ করাও উচিত নয়	১২০
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মাকরূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কোন কিছু চায় তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নামে সুফারিশ করলে বঞ্চিত করা মাকরূহ	১২১
অনুচেহদ	ঃ	বাদশাহ বা কোন রাষ্ট্রনায়ককে - 'শাহেনশাহ' 'রাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করা বা উপাধি দেয়া হারাম। কেননা 'শাহেনশাহ' শব্দটির অর্থ 'মালিকুল মুলক" - সম্রাটদের সম্রাট। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না	১২১
অনুচ্ছেদ	ঃ	ফাসিক ও বিদ্'আতী ব্যক্তিকে সাইয়্যেদ বা অনুরূপ সন্মানসূচক সম্বোধনে ডাকা নিষেধ	১২২
অনুচ্ছেদ	ঃ	জ্বরকে গালি দেয়া মাকরূহ	১২২
অনুচ্ছেদ	ঃ	বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ। বায়ু প্রবাহের সময় যা বলতে হয়	১২৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	মোরগকে গালি দেওয়া মাকরূহ	১২৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' মানুষের এমন কথা বলা নিষেধ	১২৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসলমানকে কাফির বলে সম্বোধন করা হারাম	১২৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা নিষেধ	১২৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	আলাপ-আলোচনায় জটিল বাক্য ব্যবহার মাকরূহ	১২৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	'আমার আত্মা কুলষিত' এ ধরনের কথা বলা নিষেধ	১২৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বলা অপসন্দনীয়	১২৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	পুরুষের সামনে মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ। কোন শরীয়ত সম্মত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ লোকদের সামনে কোন নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া নিষেধ। তবে বিয়ে-শাদী বা এ জাতীয় কোন প্রয়োজনে শারীরিক গঠন প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া যায়	১২৭

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর, এভাবে দু'আ করা মাকরূহ। বরং ঐকান্তিক নিয়ে চাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আশা থাকতে হবে ১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছা মিলানো ঠিক নয় ১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায আদায়ের পরেও কথা বলা মাকরূহ ১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরী'য়াত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা হারাম ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মুক্তাদীর রূকু-সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানো নিষেধ ১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাযির হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা আকর্ষণ অনুভব করলে, তখন খাবার রেখে নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া মাকরূহ ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ। ১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ বিনা প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ ১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ কবরের দিকে করে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ ১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত নিষেধ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ায্‌যিন যখন ফরয নামাযের জামাতের জন্য ইকামত দেয় তখন মুক্তাদীদের জন্য সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া মাকরূহ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে রোযার এবং জুমু'আর রাতকে নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ ১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ 'সাওমে বিসাল'–উপর্যুপরি রোযা রাখা নিষেধ ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর বসা হারাম ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ নিষেধ ১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ দণ্ড কার্যকর না করার সুপারিশ করা হারাম ১৩৭
অনুচ্ছেদ ঃ সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তায়, গাছের ছায়ায় এবং পানির ঘাট ইত্যাদিতে পায়খানা করা নিষেধ ১৩৮

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ	১৩৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক নয়	১৩৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে নারীদের তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা হারাম। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে	১৪০
অনুচ্ছেদ	ঃ	শহরবাসীর গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়া। শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি (দালাল বসিয়ে) যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে না দেয়। তেমনিভাবে একজনের বলা মূল্যের উপর দিয়ে যেন অন্যজন মূল্য না বলে। অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর দিয়ে অন্যজন যেন আবার প্রস্তাব না পাঠায়। এসব কাজ হারাম	১৪১
অনুচ্ছেদ	ঃ	শরয়ী কারণ ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা নিষেধ	১৪৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	জেনে বুঝেই হোক বা হাসি-ঠাট্টা করেই হোক কোন মুসলমানের প্রতি তরবারি বা অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। অনুরূপ কারো হাতে উন্মুক্ত তরবারি তুলে দেয়াও নিষেধ	১৪৪
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন ওযর ছাড়া আযানের পর ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ	১৪৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	বিনা কারণে সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ	১৪৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা মাকরূহ। কোন লোকের সামনে তার প্রশংসা করা হলে যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার সামনে প্রশংসা করা খারাপ। তবে এজাতীয় কিছু ঘটার আশংকা না থাকলে সামনা-সামনি প্রশংসায় কোন ক্ষতি নেই	১৪৬
অনুচ্ছেদ	ঃ	মহামারীগ্রস্ত জনপদ থেকে ভয়ে পালানো কিংবা বাইরে থেকে সেখানে যাওয়া মাকরূহ	১৪৭
অনুচ্ছেদ	ঃ	যাদুবিদ্যা শেখা ও প্রয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ	১৫০
অনুচ্ছেদ	ঃ	শত্রুদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকলে কুরআন শরীফ নিয়ে কাফিরদের আবাস ভূমিতে সফর করা নিষেধ	১৫১
অনুচ্ছেদ	ঃ	পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম	১৫১

		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ	ঃ	জা'ফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম	১৫২
অনুচ্ছেদ	ঃ	রাত পর্যন্ত সারা দিন অনর্থক চুপ করে থাকা নিষেধ	১৫৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া এবং ক্রীতদানের প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া হারাম	১৫৩
অনুচ্ছেদ	ঃ	মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী	১৫৫
অনুচ্ছেদ	ঃ	কেউ কোন নিষিদ্ধ কজ করে বস্‌লে কি বলবে ও কি করবে	১৫৬

অধ্যায়

বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়

অনুচ্ছেদ	ঃ	বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়	১৫৮
অনুচ্ছেদ	ঃ	ক্ষমা প্রার্থনা করা	১৯৯
অনুচ্ছেদ	ঃ	আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে মু'মিনদের জন্য যা তৈরী করেছেন	২০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় ঃ দু'আ-প্রার্থনা

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن : ٦٠)

"আর তোমাদের রব বলেছেন ঃ আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা মু'মিন ঃ ৬০)

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (الأعراف : ٥٥)

"তোমাদের রবকে ডাক বিনত হয়ে এবং চুপেচুপে অবশ্য তিনি সীমা-অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة : ١٨٦)

"আর যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি বলে দাও) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ (النمل : ٦٢)

"কে শোনে পেরেশান ও অশান্ত হৃদয় ব্যক্তির ডাক, যখন সে তাকে ডাকে এবং তার মুসিবত দুর করে?" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৬২)

١٤٦٥- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৬৫. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'আ হচ্ছে ইবাদত"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٤٦٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১৪৬৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আর মধ্যে জামে দু'আ (সকল বৈশিষ্ট্য সমন্বিত) পসন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য সব দু'আ পরিহার করতেন। (আবু দাঊদ)

١٤٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযা-বান নার –হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'টি করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াত্ তুকা ওয়াল আফা-ফা ওয়াল গিনা –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি হিদায়াত, তাক্ওয়া, সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা। (মুসলিম)

١٤٦٩- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৯. হযরত তারিক ইব্ন আশইয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামায শিখাতেন তার পর তাকে নিম্নোক্ত কথায় দু'আ করার নির্দেশ দিতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়ারহামনী

ওয়াহ্দিনী ওয়া আ-ফিনী ওয়ারযুক্নী –হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি করুনা করুন, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন"। (মুসলিম)

١٤٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্নুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি করেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা মুসার্‌রিফাল কুলূব সার্‌রিফ্ কুলূবানা আলা তা-আতিক –হে হৃদয়সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহ, আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন"। (মুসলিম)

١٤٧١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও কঠিন পরীক্ষা, চরম দুর্ভাগ্য, খারাপ তাক্দীর ও শত্রুদের খুশী হওয়া থেকে "। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٢- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আস্লিহ লী দীনী আল্লাযী হুয়া ইস্মাতু আমরী, ওয়া আস্লিহ লী দুন্ইয়া-ইয়া আল্লাতী ফীহা মা'আশী, ওয়া আস্লিহ্ লী আ-খিরাতী আল্লাতী ফীহা মা'আদী, ওয়াজ্ আল'ল হায়াতা যিয়া-দাতাল্লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ্ আলিল মাউতা রা-হাতাল্লী মিন কুল্লি শার্ –হে আল্লাহ! আমর দীনকে আমার জন্য সঠিক করে দাও যা আমার কাজের সংরক্ষক, আমার দুনিয়াকে আমার জন্য সংশোধন করে দাও যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবন-জীবিকা, আমর আখিরাতকে আমার জন্য সঠিক করে দাও যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, প্রত্যেক নেক কাজে আমার জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও এবং প্রত্যেক খারপ কাজ থেকে মৃত্যুকে আমার জন্য আরামের কারণে পরিণত কর"। (মুসলিম)

١٤٧٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «قُلْ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي ، وَسَدِّدْنِي».

وَفِي رِوَايَةٍ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৩. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ বল, "আল্লাহুম্মাহ্দিনী ওয়া সাদ্দিদ্নী –হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে সোজা করে দিন"। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে– "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদাদ –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত ও সোজা পথের সন্ধ্যন চাই"। (মুসলিম)

١٤٧٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ : « وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল আয্যি ওয়াল কাসালি, ওয়া জুব্নি ওয়াল হারামি ওয়া বুখ্লি ওয়া আউযূ বিকা মিন আযাবিল কাব্রি, ওয়া আউযূ বিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে। অন্য একটি বর্ণনাতে আছে, "ওয়া দালাইদ্ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল – ঋণের বিপুল বোঝ ও লোকদের প্রতিপত্তি বিস্তার করা থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٥- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযের মধ্যে পড়ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়া লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্ মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম –হে আল্লাহ! আমি

আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি অনেক যুলুম। আর তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর তোমার কাছ থেকে আর আমার উপর রহম কর। অবশ্য তুমি ক্ষমাকারী ও দয়ালু"। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٤٧٦– وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ ، وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৭৬. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী খাতীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরা-ফী আম্রী ওয়ামা আনতা আলামু বিহিমিন্নী আল্লা-হুম্ মাগফিরলি জিদ্দী ওয়া হায্লী ওয়া খাতায়ী ওয়া আমদী; ওয়া কুল্লু যা-লিকা ইন্ দী। আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী মা কাদ্দাম্তু ওয়া আখ্খারতু ওয়া মা আসরার্তু ওয়ামা আলান্তু ওয়া মা আন্তা আলামু বিহী মিন্নি, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল্ মুআখ্খিরু ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর –হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ও বোকামী মাফ করে দাও, আমার কাজে বাড়াবাড়িকে মাফ করে দাও আর আমার সেই পাপ ক্ষমা করে দাও যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান। হে আল্লাহ্! মাফ করে দাও সেই কাজ যা আমি ভেবে চিন্তে করেছি ও যা তামাসাচ্ছলে করেছি এবং যা আমি সজ্ঞানে করেছি ও যা অজ্ঞানে করেছি আর এসবগুলো আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ এবং যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি আর সেই গুনাহও মাফ করে দাও যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান। তুমিই সামনে বাড়িয়ে দাও ও তুমিই পিছনে ঠেলে দাও। আর তুমি সব ব্যাপারে শক্তিমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٧٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّا النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দু'য়ার মধ্যে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন শার্রি মা আমিল্তু ওয়া মিন শার্রি মা লাম আ'মাল –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা কিছু আমি আমল করেছি ও যা কিছু আমি আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব কথা বলে দু'আ করতেন তার মধ্যে ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাউউলি আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক মাতিকা ওয়া জামীই সাখাতিক –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত শেষ হওয়া থেকে, তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন, তোমার আকস্মিক আযাব ও তোমার সমস্ত অসন্তুষ্টি থেকে"। (মুসলিম)

١٤٧٩- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৭৯. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখ্লি ওয়াল হারামে ওয়া আযা-বিল কাব্র। আল্লাহুম্মা আ-তি নাফ্সি তাক্ওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আন্তা খাইরুম মান যাক্কা-হা আন্তা অলিয়্যুহা ওয়া মাওলা-হা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিন ইল্মিল লা-ইয়ান্ফাউ ওয়া মিন কাল্বিল লা-ইয়াখ শাউ ওয়া মিন্ নাফ্সিল লা-তাশ্বাউ ওয়া মিন দা'ওয়াতিল লা ইউস্তাজা-বু লাহা –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কার্পণ্য ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তাক্ওয়া দান কর এবং তাকে পাক করে দাও, তুমি সবচাইতে ভাল পাক পবিত্রকারী, তুমিই তার কার্য সম্পাদনকারী ও মালিক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইল্ম থেকে যা উপকার করে না, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন নফস্ থেকে যা সন্তুষ্ট হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না"। (মুসলিম)

١٤٨٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ». زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : «وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা লাকা আস্লাম্তু ওয়া বিকা আ-মান্তু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাব্তু ওয়া বিকা খা-সাম্তু ওয়া ইলাইকা হা-কাম্তু, ফাগ্ফিরলী মাকাদ্দাম্তু ওয়া মা আখ্খার্তু ওয়া মা আস্রারতু ওয়া মা আলান্তু, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু, লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা –হে আল্লাহ! আমি তোমারই অনুগত হয়েছি, তোমারই ওপর ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমারই দিকে ফিরেছি, তোমারই শক্তি দ্বারা আমি শত্রুদের সাথে বিবাদ করেছি এবং তোমারই দিকে আমি ফায়সালা করেছি। কাজেই আমার পূর্বেরও পরের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই সামনে বাড়িয়ে দাও ও তুমিই পেছনে ঠেলে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"। তবে কোন কোন বর্ণনাকারী এর ওপর আর বাড়িয়েছেন যেমন– লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ –আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও নেকীর কাজ কারোর শক্তি করারোর নেই"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٨١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৮১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাগুলো বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযূ বিকা মিন ফিতনাতিন নারি ওয়া আযাবিন নার, ওয়া মিন শার্রিল গিনা ওয়াল ফাক্র –হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টকারিতা থেকে"। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٤٨٢– وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ ، وَالْأَهْوَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮২. হযরত যিয়াদ ইব্ন ইলাকাহ (র.) তাঁর চাচা কুতবা ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়া আ'মা-লি ওয়া আহ্ওয়া –হে আল্লাহ্ ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মন্দ আখ্লাক, মন্দ আমল ও কু-প্রবৃত্তি থেকে। (তিরমিযী)

١٤٨٣- وَعَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : عَلِّمْنِي دُعَاءً . قَالَ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৮৩. হযরত শাকাল ইব্ন হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে একটি দু'আ শেখান। জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এই বলে দু'আ করবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন শাররি সাম্‌ঈ, ওয়া মিন শার্‌রি বাসারী,, ওয়া মিন শার্‌রি লিসা-নী, ওয়া মিন শার্‌রি কাল্‌বী, ওয়া মিন শার্‌রি মানিইয়া –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে আমার শ্রবণের অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টির অনষ্টি থেকে, আমার কথার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে"। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٨٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪৮৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিনাল্ বারাসি ওয়াল জনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া সাইয়েইল আস্-কাম –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে শ্বেত, উম্মাদ রোগ, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে"। (আবু দাউদ)

١٤٨٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিনাল জুই ফাইন্নাহু বি'সাদ্দাজী'উ ওয়া আউযূ বিকা মিনাল খিয়ানাতি ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিতা-নাতু –হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই ক্ষুধা ও অনাহার থেকে, কারণ তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয়ন-সংগী। আর আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে খিয়ানত ও আত্মসাৎ থেকে, কারণ তা হচ্ছে নিকৃষ্ট আভ্যন্তরীণ অভ্যাস। (আবূ দাঊদ)

١٤٨٦- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ . فَقَالَ : إِنِّيْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ. قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ ؟ قُلْ : « اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৬. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক মুকাতাব ক্রীতদাস তাঁর কাছে এসে বলল ঃ আমি নিজের আযাদীর জন্য চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে সাহায্য করুন। জবানে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে কথাগুলো শিখিয়ে ছিলেন আমি কি সুগুলো তোমাকে শিখিয়ে দেব ? যদি তোমার ওপর পাহাড় সমান ঋণ থাকে তাহলে আল্লাহ তোমার থেকে তা আদায় করে দেবেন। বলো ঃ "আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্‌লিকা আম্মান সিওয়াকা –হে আল্লাহ ! তোমার হারাম থেকে তোমার হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমার ছাড়া অন্যদের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও"। (তিরমিযী)

١٤٨٧- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْنًا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُوْ بِهِمَا : « اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৭. হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতা হুসাইনকে দু'টি কথা শিখিয়েছিলেন। সেই দু'টি কথার সাহায্যে তিনি দু'আ করতেন। (কথা দু'টি হচ্ছে ঃ) "আল্লাহুম্মা আল্‌হিমনী রুশ্‌দী ওয়া আইয্‌নী মিন শার্‌রি নাফসী –হে আল্লাহ! আমার দিলে আমার হিদায়াত পৌঁছিয়ে দাও এবং আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ"। (তিরমিযী)

١٤٨٨- وَعَنْ أَبِيْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ تَعَالَى ، قَالَ : « سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ » فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰه : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِيْ : « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰه سَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৮. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন কিছু জিনিস শেখান যা আমি মহান

আল্লাহ্‌র কাছে চাইব। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চাও। কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর আমি এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে কিছু জিনিস শেখান, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তা চাইব। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা ! "আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাও"। (তিরমিযী)

١٤٨٩- وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৮৯. হযরত শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় তিনি কি দু'আ করতেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ বেশীর ভাগ সময় তিনি এই বলে দু'আ করতেন ঃ "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব সাব্বিত কাল্‌বী আলা দ্বীনিকা –হে হৃদয় সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার অধিকারী আল্লাহ, আমার হৃদয়কে তোমার দীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী)

١٤٩٠- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ ، ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ ، وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯০. হযরত আবুদ্ দারাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাই ইউহিব্বুকা ওয়াল আমালাল্লাযী ইউবাল্‌লিগুনী হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজ্ আলহুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফ্‌সী ওয়া আহ্‌লী ওয়ামিনাল মা-ইল বা-রিদ –হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা প্রার্থণা করছি এবং সেই ব্যক্তির ভালবাসা প্রার্থণা করছি যে তোমাকে ভালবাসেন আর এমন আমল প্রার্থনা করছি যা আমাকে তোমার ভালবাসার কাছে পৌঁছিয়ে দিবে। হে আল্লাহ্ ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার পরিজন ও ঠান্ডা পানির চাইতে বেশী প্রিয় কর"। (তিরমিযী)

١٤٩١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ الصَّحَابِيِّ ، ـن الْحَاكِمُ : حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১৪৯১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম" এই দু'আটি খুব বেশী করে পড়।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী (র.) রাবী'আ ইব্ন আমির সাহাবী (রা.) থেকে একটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (র.) বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

١٤٩٢– وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ فَقَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُوْلُ : « اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ ؛ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯২. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য দু'আ করেছিলেন আমরা তার কোনটি সংরক্ষিত করতে পারলাম না। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অসংখ্য দু'আ করেছেন, আমরা তার মধ্য থেকে কিছুই সংরক্ষিত করতে পারিনি জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দু'য়া শেখাব না যা এই সবগুলো দু'আকে একত্রিত করে দিবে ? তাহল ঃ তোমরা এই বলে দু'আ করবে। "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবীয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রি মাস্ তা'আ-যা মিন্‌হু নাবীয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম, ওয়া আন্তাল মুস্তা'আ-নু ওয়া আলাইকাল বালাগু, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ –হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি যা তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। আর তুমিই সাহায্যকারী। তোমারই কাছে সব পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গোনাহ্ থেকে দূরে থাকার ও নেকী করার ক্ষমতা কারোর নেই"। (তিরমিযী)

١٤٩٣– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ».

رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

১৪৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মুজিবা-তি রাহ্মাতিক, ওয়াআযা-ইমা মাগ্ফিরাতিক, ওয়াস সালা-মাতা মিন কুল্লি ইস্মিন ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বির্, ওয়াল ফাউযা বিল জান্নাতি ওয়াল নাজা-তা মিনান্না-র –হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে তোমার রহমতের কার্যকারণসমূহ প্রার্থনা করছি, তোমার মাগ্ফিরাতের কার্যকারণসমূহ্ প্রার্থনা করছি আর (প্রার্থনা করছি) প্রত্যেকটি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ও প্রত্যেকটি নেকী অর্জন করা এবং জান্নাতের সাথে সাফল্য ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি"।

ইমাম হাকিম আবু আবদুল্লাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবঙ একে ইমাম মুসলিমের শর্তের মানদণ্ডে উত্রে যাওয়া সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করার ফযীলত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ (الحشر : ١٠)

"আর যারা তাদের পরে এসেছে তাদের জন্য দু'আ করে বলে ঃ হে আমাদের রব ! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যেসব ভাই ঈমান এনেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও"। (সূরা হাশ্র ঃ ১০)

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد : ١٩)

"আর তোমাদের গোনাহের জন্য ইস্তিগ্ফার করতে থাক আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্যও।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (إبراهيم : ٤١)

"হে আমাদের রব ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা মাতাকে ও সকল ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব নেয়া হবে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

١٤٩٤– وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৪. হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য যখন তার অসাক্ষাতে দু'আ করে ফিরিশ্‌তা বলেন ঃ তোমার জন্যও অনুরূপ। (মুসলিম)

١٤٩٥– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : « دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৫. হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্ বলতেন ঃ "ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন ব্যক্তির দু'আ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে। যখনই ঐ বক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোন দু'আ করে তখনই ঐ নিযুক্ত দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা বলে ঃ আমীন, তোমার জন্যেও অনুরূপ"। (মুসলিম)

بَابٌ فِيْ مَسَائِلِ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'আ সম্পর্কিত মাসয়ালা মাসাইল।

١٤٩٦– عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৯৬. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কিছু উপকার বা ভাল করা হয় এবং এর জবাবে সে উপকারকারীকে বলে ঃ "জাযা-কাল্লাহু খাইরান" আল্লাহ তোমাকে ভাল প্রতিদান দিন সে পুরোপুরি তার প্রশংসা ও প্রতিবদল দান করল। (তিরমিযী)

١٤٩٧– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের জন্য বদ দু'আ করো না, নিজের সন্তানদের জন্য বদ্ দু'আ করো না, নিজের সম্পদের ব্যাপারে বদ্ দু'য়া করো না। কারণ এই বদ্ দু'আর সময়টি সেই সময়ে পড়ে যেতে পারে যে সময় আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করে দু'আ করলে কবুল করা হয়। এভাবে এই বদ্ দু'আটিও কবুল হয়ে যেতে পারে। (মুসলিম)

١٤٩٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বান্দা যখন সিজ্‌দায় থাকে তখন তার প্রতিপালকের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজ্‌দায় গিয়ে) খুব বেশী করে দু'আ করা। (মুসলিম)

١٤٩٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর দু'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলতে থাকে ঃ আমি আমার রবের কাছে দু'আ করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার সেই দু'আ কবুল করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٠- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫০০. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল ঃ কোন দু'আ বেশী কবুল হয় ? জবাব দিলেন ঃ শেষ রাতের মধ্যকালের ও ফরয নামাযের পরের দু'আ। (তিরমিযী)

١٥٠١- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: « مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللّٰهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهَا أَوْ صَدَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْدِ مِثْلَهَا. مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا نُكْثِرُ قَالَ : « اَللّٰهُ أَكْثَرُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫০১. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর যে কোন মুসলিম মহান আল্লাহর কাছে কোন দু'আ করলে তিনি তাকে তা দান করনে অথবা সেই ধরনের কোন অনিষ্ট তার থেকে দূর করেন, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ এবার থেকে তাহলে তো আমরা বেশী করে দু'আ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহও তোমাদের দু'আ বেশী বেশী করে কবুল করবেন। (তিরমিযী)

١٥٠٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্টের সময় বলতেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি রাব্বুল আরশিল কারীম –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিন মহান ও সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি বিশাল আরশের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশসমূহ, পৃথিবী ও মহান আরশের প্রভু"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَفَضْلِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ওলীদের কারামাত ও তাঁদের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ : الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْاٰخِرَةِ لاَ تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (يونس : ٦٢ - ٦٤)

"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয়ের কারণ নেই এবং তাদেরকে দুর্ভাবনাগ্রস্থও হতে হবে না। তারা ঈমান এনেছে ও গোনাহ থেকে দূরে থেকেছে। তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এই বিঘোষিত সুসংবাদ অবশ্য বিরাট সাফল্যের প্রতীক।" (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)

وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ، فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ (مريم : ٢٥ - ٢٦)

"আর খেজুরের ঐ কাণ্ডটি নিজের দিকে ধরে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার জন্য পড়বে তরতাজা খেজুর। কাজেই তুমি তা খাও ও পানি পান কর আর চোখ শীতল কর।" (সূরা মারইয়াম ঃ ২৫)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ : يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ، إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران : ٣٧)

"যখনই যাকারিয়া তার কাছে ইবাদতখানায় আসত তার কাছে দেখত কিছু খাদ্য। জিজ্ঞেস করত ঃ হে মারইয়াম ! এসব তোমার কাছে এল কোথা থেকে ? মারইয়াম জবাব দিত, এতো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান তাকে রিযিক দান করেন বে-হিসেবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮)

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأْوُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ [الكهف : ١٦ ، ٢٧].

"আর এখন যখন তোমরা (আসহাবের কাহফ) তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্যান্য মাবূদদের থেকেও। কাজেই এখন তোমরা (অমুক) গৃহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের ওপর তোমাদের রব তাঁর রহমত ছড়িয়ে দিবেন আর তোমাদের জন্য তোমাদের কাজে সাফল্যের সরঞ্জাম করে দিবেন। আর তুমি তাদেরকে গুহার ভেতর দেখতে পারলে দেখতে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে উপরে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায় তখন তাদের থেকে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়।" (সূরা ঃ কাহ্ফ ঃ ১৬)

١٥٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ » أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أَوْ مَا عَشَّيْهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا ، فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ :

يَا غُنْثَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ : كُلُوْا لاَ هَنِيْئًا ، وَاللّٰهِ لاَأَطْعَمُهُ أَبَدًا ، قَالَ : وَأَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اَللّٰهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ ، فَأَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَحَلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَطْعَمُه فَحَلَفَتِ الْمَرْأَة لاَ تَطْعَمُهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْأَضْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقُرَّةِ عَيْنِيْ إِنَّهَا الْآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ ، فَأَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ : دُوْنَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّيْ مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَطْعَمُوْا ؛ فَقَالُوْا : أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ قَالَ : اطْعَمُوْا ، قَالُوْا : مَا نَحْنُ بِآكِلِيْنَ حَتّٰى يَجِيْئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ : اقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّه إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوْهُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ، فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيْ لَمَا جِئْتَ ! فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ: سَلْ

أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوْا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ فَقَالَ : إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِى وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الآخَرُوْنَ : وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لاَ تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ. الأُوْلَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৩. হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন একান্তই দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠী। তাই একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে সে যেন তার সাথে তৃতীয় জনকে নিয়ে খায় আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে সে যেন তার সাথে পঞ্চম ও ষষ্ঠজনকে নিয়ে খায়। অথবা তিনি যেমন বলেছেন। কাজেই (এই নীতি অনুযায়ী) হযরত আবু বকর (রা.) তিন ব্যক্তিকে তাঁর সংগে করে নিয়ে এলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সংগে আনলেন দশ ব্যক্তিকে। হযরত আবু বকর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাতের খাবার খেলেন, তারপর তাঁর সাথে অবস্থান করলেন ও এশার নামায পড়লেন। তারপর সেখান থেকে তিনি ফিরলেন। তখন রাতের একটা অংশ যতটুকু আল্লাহ চান অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ মেহমানদের ছেড়ে তুমি আবার কোথায় রয়ে গিয়েছিলে ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেহমানদেরকে আহার করাওনি ? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, তুমি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খাবেন না। অথচ তাদেরকে বারবার বলা হয়েছিল। আবদুর রহমান (রা.) বলেছেন ঃ (এ দৃশ্য দেখে) আমি ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ ওহে নির্বোধ। তারপর তিনি যার পর নাই তিরস্কার করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি (মেহমানদেরকে) বললেন ঃ তোমরা খেয়ে নাও, তোমাদের জন্য বরকত হবে না, আল্লাহর কসম আমি খাব না। আবদুর রহমান (রা.) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা যখনই কোন লোক্‌মা গ্রহণ করতাম তার নিচে থেকে তা আর বেশী বেড়ে ওপরে এসে যেত। এমন কি সবাই পেট বরে আহার করল। এদিকে খাবার আগের চাইতে অনেক বেশী বেড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) তা দেখে তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, এ কি ব্যাপার ! তিনি জবাব দিলেন ঃ না, না আমার চোখের শীতলতা (হে আমার প্রিয় স্বামী !), এতো এখন দেখছি আগের চাইতে তিনগুণ বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আবু বকর (রা.) তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন ঃ ওটা ছিল আসলে শয়তানের পক্ষ থেকে। তারপর তা থেকে এক লোক্‌মা খেলেন এবং বাকি সবটুকু উঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। সকাল পর্যন্ত ঐ খাবারগুলি তাঁর কাছে রইল। সে সময় একটি গোত্রের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তির সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বারজনকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন এবং (এই বারজনের) প্রত্যেকের সাথে লোকদের একটি দল ছিল যারা সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। মোটকথা তারা সবাই ঐ খাবার পেট ভরে খেল।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তখন হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। তাঁর স্ত্রীও কসম খেলেন, তিনি খাবার খাবেন না। এ দৃশ্য দেখে মেহমান বা মেহমানরাও কসম খেলেন, তারা খাবার খাবেন না যে পর্যন্ত না আবু বকর (রা.) খাবার খান। এ অবস্থা দেখে আবু বকর (রা.) বললেন ঃ এটা (অর্থাৎ এই কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই তিনি খাবার আনালেন। তিনি নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা সবাই এক লোকমা খাবার উঠাতে না উঠাতেই তার নিচে তার চেয়ে বেশী হয়ে যেত। আবু বকর (তাঁর স্ত্রীকে) বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, একি ব্যাপার ! তিনি বললেন ঃ হে আমার চোখের শীতলতা (অর্থাৎ হে আমার প্রিয় স্বামী) ! এতো দেখছি এখন আমাদের খাবার আগের চাইতে অনেক বেশী হয়ে গেছে। কাজেই সবাই খেলেন এবং (বাদবাকি) খাবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা থেকে খেয়েছেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে হযরত আবু বকর (রা.) আবদুর রহমানকে বললেন ঃ তুমি তোমার তুমি তোমার এই মেহমানদের দেখাশুনা কর। কারণ আমি একটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাচ্ছি। আমার আসার আগেই তুমি এদের মেহমানদারী শেষ করে ফেল। কাজেই আবদুর রহমান (রা.) চললেন এবং তাঁর কাছে (অর্থাৎ গৃহে) যা কিছু ছিল মেহমানদের সামনে এনে হাযির করলেন। তিনি (মেহমানদেরকে) বললেন ঃ খেয়ে নিন। মেহমানরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের গৃহস্বামী কোথায় ? আবদুর রহমান (রা.) বললেন ঃ আপনারা খেয়ে নিন। তারা বললেন ঃ আমাদের গৃহস্বামী না এলে আমরা খাব না। আবদুর রহমান (রা.) বললেন ঃ আমাদের পক্ষ থেকে মেজবানী কবুল করুন (এবং খাবার খেয়ে নিন)। কারণ যদি আবু বকর (রা.) এসে পড়েন এবং তখনো পর্যন্ত আপনারা খাবার না খেয়ে থাকেন তাহলে তাঁর থেকে আমাদের কষ্ট পোহাতে হবে। তবুও তাঁরা খেতে অস্বীকার করল। আমি বুঝতে পারলাম আজ আমার ওপর তিনি চটে যাবেন। তারপর যখন আবু বকর (রা.) এলেন, আমি সরে পড়লাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা (মেহমানদের ব্যাপারে) কি করলে ? ঘরের লোকেরা তাকে মেহমানদের না খেয়ে থাকার কথা জানিয়ে দিল। তিনি ডাক দিলেন ঃ হে আবদুর রহমান ! আমি কোন সাড়া দিলাম না। তারপর আবার ডাক দিরেন ঃ হে আবদুর রহমান। তবুও আমি কোন জবাব দিলাম না। এবার তিনি ডাক দিলেন, ওরে নির্বোধ। আমি তোকে কসম দিয়ে বলছি, আমার কথা শুনে থাকলে চলে আয়। আমি বের হয়ে এলাম এবং বললাম ঃ আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁরা বললেন ঃ যথার্থই, সে আমাদের কাছে কাবার এনেছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ রাতে খাবার খাব না। একথা শুনে অন্য সবাই বলল ঃ আল্লাহর কসম! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। তখন তিনি বললেন ঃ হায়, আফসোস ! জানি না তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আমাদের মেহমানদারী কবুল করছ না কেন ? খাবার আন। কাজেই খাবার আনা হল এবং আবু বকর খাবারের ওপর নিজের হাত রাখলেন তারপর বললেন ঃ "বিস্‌মিল্লাহ"। আগেরটা (অর্থাৎ কসম খাওয়া) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। তিনি খেলেন এবং তারা সবাই খেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُوْنَ ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ ، فَإِنَّهُ عُمَرُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : « مُحَدَّثُوْنَ » أَيْ : مُلْهَمُوْنَ.

১৫০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের আগের উম্মাতের মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাস' হত। কাজেই আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কোন 'মুহাদ্দাস' হয় তাহলে তা হবে উমার।

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশার মাধ্যমে এটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর তাঁদের উভয়ের (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম) রিওয়ায়েতে মুহাদ্দাস ইব্‌ন ওহ্‌বের মন্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'মুহাদ্দাস' তাদেরকে বলা হয় যাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইলহাম' হয়।

١٥٠٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا يَعْنِيْ : ابْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوْا أَنَّهُ لَايُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هٰؤُلَاءِ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ لَاتُحْسِنُ تُصَلِّي فَقَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللّٰهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، قَالَ : ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوْفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِيْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ ، فَقَالَ : أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللّٰهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمُرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ : شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ أَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ الرَّاوِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৫. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কূফাবাসীরা সা'দের (সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস) বিরুদ্ধে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করল। তিনি তাঁকে অপসারণ করে আম্মারকে তাদের জন্য নিযুক্ত করলেন। তারা এবারও অভিযোগ করল। এমনকি তারা বর্ণনা করলো যে, তিনি (হযরত সাদ রা.) নামাযও ভাল করে পড়ান না। কাজেই হযরত উমার (রা.) দূত পাঠালেন হযরত সা'দের কাছে। (হযরত সা'দ (হযরত উমারের কাছে হাযির হলে) তিনি (সা'দকে) বললেন ঃ হে আবু ইসহাক! কূফাবাসীদের ধারণা তুমি নাকি নামাযটাও ভাল করে পড়াও না। সা'দ (রা.) জবাব দিলেন ঃ আমি তো, আল্লাহর কসম, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো নামায পড়াই, তার মধ্যে আমি কোন কম্‌তি করি না ঃ আমি তাদেরকে মাগরিব ও এশার নামায পড়াই। এর প্রথম দুই রাকা'আত লম্বা ও শেষ দুই রাকা'আত হাল্‌কা করি। উমার (রা.) বললেন ঃ হে আবু ইসহাক ! তোমার ব্যাপারে আমারও এই ধারণা ছিল। তিনি সা'দের সাথে একজন বা কয়েকজন লোককে কূফায় পাঠালেন কূফাবাসীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। কাজেই তারা কোন একটি মসজিদেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়লেন না। সব মসজিদের লোকেরাই তাঁর প্রশংসা করতো। অবশেষে তারা বনী আবসের মসজিদে এলেন। সেখানে মসজিদের লোকদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়ালো, তার নাম ছিল উসামা ইব্‌ন কাতাদা এবং ডাক নাম ছিল আবু সা'দা। সে বললো, যখন আমাদের জিজ্ঞেসই করা হয়েছে (তখন আমি বলেই দিচ্ছি ঃ) সা'দ (রা.) কখনো কোন সেনাদলের সাথে (যুদ্ধে) যান না এবং গনীমতের মালও সমান ভাবে বন্টন করেন না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করেন না। সা'দ (রা.) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমিও তিনটি বদ্ দু'য়া দেবো। (এ সময় হযরত সা'দ (রা.) আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ) হে আল্লাহ! যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং লোক দেখাবার ও খ্যাতি লাভ করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ু দীর্ঘ করে দাও, তার দারিদ্র্য ও অনাহারকে দীর্ঘ করে দাও এবং তাকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ কর। কাজেই এই বদ দু'আর পর যখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হত, সে বলতো ঃ বুড়ো, থুরথুরে বুড়ো, ফিত্‌নার মধ্যে ডুবে গেছে, আমাকে সা'দের বদ্ দু'আ লেগেছে। বর্ণনাকরী আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি তাকে দেখেছি। বুড়ো হবার কারণে তার চোখের পাতা চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল এবং সে পথে ঘাটে যুবতী মেয়েদেরকে টানাটানি করতো ও তাদেরকে জ্বালাতন করে ফিরতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٦- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هٰذَا فَقَالَ سَعِيْدٌ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫০৬. হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন নুফাইল (রা.)-এর সাথে আরওয়া বিনতে আওসের বিবাদ বাঁধে একটি জমি নিয়ে। আরওয়া মারওয়ান ইবনুল হাকামের (মদীনার তদানীন্তন শাসক) কাছে (সাঈদ ইব্‌ন যায়িদের বিরুদ্ধে) মামলা দায়ের করে অভিযোগ আনে যে, সাঈদ তার জমির কিছু অংশ গ্রাস করে নিয়েছেন। (এ অভিযোগের জবাবে) সাঈদ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি যা শুনেছি তার পরও তার জমির কিছু অংশ আমি গ্রাস করব (এটা কেমন করে হতে পারে)। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কি শুনেছেন ? সাঈদ (রা.) জবাব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কারোর থেকে যুলুম করে এক বিঘত জমিও নেবে (কিয়ামতের দিন) তার গলায় সাতটি জমির বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। মারওয়ান তাঁকে বললেন ঃ ব্যাস, এরপর আমি আপনার কাছ থেকে আর দলীল প্রমাণ চাই না। সাঈদ (রা.) বললেন ঃ হে আল্লাহ! যদি এ মহিলা (আরওয়া বিন্‌ত আওস) মিথ্যেবাদী হয় তাহলে তার চোখ অন্ধ করে দাও এবং তাকে তার জমিতেই নিহত কর। উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর (র.) বলেন ঃ এ মহিলা মরেনি যতদিন না সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর একদিন সে (অন্ধ অবস্থায়) তার জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٠٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دَعَانِيْ أَبِيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِيْ إِلَّا مَقْتُوْلًا فِيْ أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنِّيْ لَا أَتْرُكُ بَعْدِيْ أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا : فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫০৭. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় এসে গেলে সেই রাতে আমার আব্বা আমাকে ডেকে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে (আগামী কালের যুদ্ধে) আমিই সর্বপ্রথম শহীদ হব। আর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তুমিই আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমার ওপর কিছু ঋণের বোঝা আছে, তা তুমি আদায় করে দিবে এবং তোমার বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কাজেই সকালে (যুদ্ধ শুরু হল) তিনিই প্রথম শহীদ হলেন। আমি (রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিদায়াত মুতাবিক) আর একজন শহীদকে তাঁর সাথে একই কবরে দাফন করলাম। তারপর আমার মন এটা চাইল না যে আমি তাঁকে আরেক জনের সাথে রেখে দেই, তাই ছয় মাস পরে আমি তাকে সেখান থেকে বের করে নিলাম। তখন তিনি ঠিক তেমনটিই ছিলেন যেমনটি সেখানে রাখার দিন ছিলেন। কেবল তাঁর কানটি ছাড়া (তাতে সামান্য ঘা ছিল)। তারপর আমি তাঁকে অন্য একটি কবরে আলাদাভাবে দাফন করলাম। (বুখারী)

١٥٠٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৫০৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী এক অন্ধকার রাতে নবী রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বের হলেন। তাদের দু'জনের সাথে ছিল প্রদীপের মতো দু'টি আলো তাদের হাতে। যখন তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেলেন তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে প্রদীপ হয়ে গেল। এভাবে তারা নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেলেন। (বুখারী)

١٥٠٩– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ : ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ

فَاقْتَصُّوْا آثَارَهُمْ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوْا إِلَى مَوْضِعٍ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا انْزِلُوْا ، فَأَعْطُوْا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللّٰهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ أَطْلَقُوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لاَأَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِيْ بِهٰؤُلاَءِ أُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلَى فَجَرُّوْهُ وَعَالَجُوْهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ وَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثُ بنِ عَامِرِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُم أَسِيْرًا حَتَّى أَجْمَعُوْا عَلَى قَتْلِهِ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوْسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعَتْ فَزِعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذٰلِكَ ! قَالَتْ: وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، فَوَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِيْ يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ : إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِيْ الْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبُ : دَعُوْنِيْ أُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَوْ لاَ أَنْ تَحْسَبُوْا أَنَّ مَا بِيْ جَزَعُ لَزِدْتُ : اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ، وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُم أَحَدًا ، وَقَالَ :

فَلَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ
وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ ، وَأَخْبَرَ يَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيْبُوْا خَبَرَهُمْ وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى

عَاصِمِ ابْنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيٍّ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ
قَتَالَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ
مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوْا أَنْ يَقْطَعُوْا مِنْهُ شَيْئًا ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন লোকের একটি দলকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠালেন। আসিম ইব্ন সাবিত আনসারী (রা.)-কে তাঁদের নেতা নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ মুতাবিক তাঁরা রওয়ানা হয়ে যান। যখন তাঁরা আরাফাত ও মক্কার মধ্যখানে হুদাত নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হুযাইল গোত্রকে যাদেরকে বনী লিহ্ইয়ানও বলা হয়ে থাকে খবর দিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাঁরা তাদের জন্য প্রায় একশ' জন তীরন্দাজ নিয়ে বের হয় এবং তাঁদের পায়ের চিহ্ন ধরে চলতে থাকে। আসিম ও তাঁর সাথীগণ যখন তাঁদের পশ্চাদধাবন অনুধাবন করতে পারেন তখন তাঁরা একটি উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন। কাফিররা তাঁদেরকে চারদিকে থেকে ঘিলে ফেলে বলতে থাকে ঃ নেমে এসো এবং নিজেদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর। আমরা তোমাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, তোমাদের কাউকেই আমরা হত্যা করব না। আসিম ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন ঃ "হে সংগীগণ ! আমি নিজেকে কাফিরদের জিম্মায় সোর্পদ করব না। হে আল্লাহ! তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের খবর জানিয়ে দাও।" (একথা শুনে) কাফিররা তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করল এবং আসিমকে শহীদ করল। অতঃপর কাফিরদের ওয়াদার ওপর ভরসা করে তিনি ব্যক্তি তাদের কাছে নেমে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন খুবাইব, যায়িদ ইবনুদ দাসিনাহ ও তৃতীয় একজন। কাফিররা তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর তাঁদের ধনুকের ছিলা দিয়ে তিনজনকে কষে বেঁধে ফেললো। এ অবস্থায় দেখে তৃতীয় ব্যক্তিটি বললেন ঃ "এটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তোমাদের সাথে যাব না। আমার জন্য রয়ে গেছে ঐ শহীদদের আদর্শ (শহীদ হওয়া)। কাফিররা তাঁকে ধরে টানতে থাকে এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে দেয়। অতঃপর কাফিররা খুবাইব ও যায়িদ ইব্ন দাসিনাহকে সঙ্গে নিয়ে চলে এবং তাঁদেরকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। খুবাইবকে কিনে নেয় হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নওফেল ইব্ন আবদ্ মানাফের বংশধররা। আর বদরের দিন খুবাইবই হারিসকে হত্যা করেছিলেন। কাজেই খুবাইব (রা.) তাদের কাছে বন্দী থাকেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। এ সময় তিনি হারিসের এক মেয়ের কাছ থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন, নিজের নাভিমূলের ক্ষৌর কর্ম সম্পন্ন করার জন্য। মেয়েটি তাঁকে তা দিয়ে দেন। তার একটি শিশু পুত্র খুবাইবের কাছে চলে যায়। পুত্রের ব্যাপারে তিনি গাফিল হয়ে পড়েছিলেন। মেয়েটি যখন খুবাইবের কাছে আসেন, দেখেন তার ছেলেটি বসে আছে খুবাইবের হাঁটুর ওপর এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। তিনি ভীষণ ঘাবড়ে যান। খুবাইব (রা.) তার আশংকা টের পান। তিনি তাকে বললেন ঃ "তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছ বুঝি আমি একে হত্যা করব ভেবে। আমি কখনোই একাজ করব না।"

হারিসের মেয়ে বলেন ঃ “আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবাইবের চাইতে ভাল কয়েদী আর দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! একদিন আমি তাঁকে দেখেছি তিনি শিকলে বাঁধা অবস্থায় আংগুরের ছড়া হাতে নিয়ে তা থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন অথচ সে সময় মক্কায় ফলের মওসুম ছিল না।” হারিস কন্যা বলেন ঃ “নিঃসন্দেহে তা ছিল এমন একটি রিযিক যা আল্লাহ খুবাইবকে দান করেছিলেন।” তারপর যখন কাফিররা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে হিল নামক স্থানে নিয়ে যায়, তখন খুবাইব (রা.) তাদেরকে বলেন ঃ “আমাকে ছেড়ে দাও, আমি দু'রাকাআ'ত নামায পড়ব।” তারা তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং তিনি দু'রাকা'আত নামায পড়ে নেন। তারপর বলেন ঃ “আল্লাহ্‌র কসম, যদি তোমাদের একথা ধারনা করার সম্ভাবনা না থাকতো যে, আমি ভয় পেয়ে গেছি, তাহলে আমি আরো বেশী নামায পড়তাম। হে আল্লাহ্‌! এদের সংখ্যা গুণে রাখ। এদের সবাইকে একর পর এক হত্যা কর। আর এদের একজনকেও ছেড়ে দিও না।” এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়েন ঃ

“মুসলিম হিসেবই আমি মরতে যাচ্ছি যখন
আমার নেই কোন পরোয়া নেই
আল্লাহ্‌র পথে
কিভাবে আমার প্রাণটি যাবে। আমার মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর পথে,
আর কর্তিত জোড়গুলির ওপর বরকত নাযিল করেন যদি তিনি চান।”

আর হযরত খুবাইব (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি আল্লাহ্‌র পথে গ্রেফতার হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার সুন্নাত জারী করেন। যেদিন এদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবাদেরকে তা জানিয়ে দেন। আসিম ইব্‌ন সাবিতের নিহত হবার খবর পাওয়ার পর কুরাইশদের কিছু লোক তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার লাশের কিছু অংশ নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে লোক পাঠায়। কারণ আসিম (বদরের দিন) একজন কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আসিমের হিফাযতের জন্য মেঘ খন্ডের মত একদল মৌমাছি পাঠান। তারা কুরাইশদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিমের দেহকে সংরক্ষিত রাখে। ফলে তারা আসিমের দেহ থেকে কিছুই কেটে নিতে সক্ষম হয়নি। (বুখারী)

١٥١٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لِشَيْءٍ قَطُّ : إِنِّيْ لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫১০. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ “আমি উমার (রা.)-কে কখনো কোন জিনিস সম্পর্কে একথা বলতে শুনিনি যে, আমি এটা সম্পর্কে এই ধারনা করি এবং সে জিনিসটি তাঁর ধারণা অনুযায়ী হয়ে যায়নি”। (বুখারী)

كِتَابُ الْأُمُوْرِ الْمُنْهِىِّ عَنْهَا

অধ্যায় ঃ নিষিদ্ধ কাজসমূহ

بَابُ تَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ وَالْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীবত - পরনিন্দা হারাম হওয়া এবং সংযতবাক হওয়ার নির্দেশ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا ، فَكَرِهْتُمُوْهُ ، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ (الحجرات : ١٢)

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে ? তোমরা নিজেরই এটাকে ঘৃণা করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌ অধিক তাওবা কবুলকারী এবং দয়াময়।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগো না, যে বিষয়ে তোমার কোন কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান ও দিল সব কিছুর জন্যই জওয়াবাদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ٨١)

"যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সর্বক্ষণ প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ ঃ ১৮)।

إِعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيْعِ الْكَلاَمِ إِلاَّ كَلاَمًا ظَهَرَتْ فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلاَمُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ

الْإِمْسَاكُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوْهٍ ، وَذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي الْعَادَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ "প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা থেকে নিজের জিহবাকে সংযত রাখা কর্তব্য। তবে যে কথা বললে উপকার ও কল্যাণ হয় তা বলা কর্তব্য। যখন কথা বলা বা চুপ থাকা উভয়ই উপকার ও কল্যাণের দিক থেকে সমান থাকো তখন সুন্নাত তরীকা হলো চুপ থাকা। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত (মুবাহ্) কথাবার্তাও হারাম ও অপসন্দনীয় কিছু ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত এটাই ঘটে থাকে। নির্দোষ ও নিখুত অবস্থার সমকক্ষ আর কিছুই না"।

١٥١١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ " যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে কিংবা চুপ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٢- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১২. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম মুসলমান ? তিনি বললেন ঃ "যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٣- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১৩. সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহবা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গ) নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের জন্য যামিন হতে পারি"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ "বান্দা যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥١٥– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু এর পরিণামের পরোয়া করে না, তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না, তখন একথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (বুখারী)

١٥١٦– وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » رَوَاهُ مَالِكُ فِيْ « الْمُوَطَّأ » وَالتِّرمِذِيُّ.

১৫১৬. হযরত আবু আবদুর রহমান বিলাল ইব্ন হারিস মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মানুষ তার মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক বাক্য উচ্চারণ করে, অথচ সে জানে না একথার মূল্য ও মর্যাদা কত, মহান আল্লাহ্ তার সাথে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামতের দিন) তার জন্য নিজের সন্তুষ্টি লিখে দেন। আর মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ সে এর পরিণাম সম্পর্কে একটুও চিন্তা করে না, মহান আল্লাহ্ তার জন্য কিয়ামতে তাঁর সাক্ষাতে হাযির হওয়ার সময় অসন্তুষ্টি লিখে দেন। (মুয়াত্তা ও তিরমিযী)

١٥١٧– وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : « قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » قُلْتُ : يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ : هٰذَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৭. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটা বিষয় বলে দিন যা আমি দৃঢ়তার সাথে ধরে থাক। তিনি বললেন ঃ বল, আল্লাহই আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন জিনিসকে আপনি আমার জন্য সর্বাধিক ভয়ের কারণ বলে মনে করেন ? তখন তিনি নিজ জিহবা স্পর্শ করে বললেন, 'এটি'। (তিরমিযী)

١٥١٨– وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ! وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاصِي » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যিকির ছাড়া বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার যিকির বা স্মরণ ছাড়া বেশী কথাবার্তা মনকে কঠোর কঠিন করে দেয় আর কঠোর মনের ব্যক্তিই আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে। (তিরমিযী)

١٥١٩– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুই চোয়ালের মধ্যবর্তীস্থানের (মুখের) দুষ্কর্ম এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের (যৌনাঙ্গের) দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেছেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)

١٥٢٠– وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২০. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নাজাতের উপায় কি ? তিনি বললেন ঃ "তোমার জিহবাকে সংযত রাখ, নিজের ঘরকে প্রশস্ত কর এবং কৃত অপরাধের জন্য কান্নাকাটি কর"। (তিরমিযী)

١٥٢١– وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ، تَقُولُ ؟ اتَّقِ اللّٰهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ : فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আদম সন্তান যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে তখন তার শরীরের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগ তার মুখের কাছে অনুনয়বিনয় করে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথেই আছি। যদি তুমি ঠিক থাকতে পার তবে আমরাও ঠিক থাকব। যদি তুমি বাঁকা পথ ধর তবে আমরাও খারাপ হয়ে যাব। (তিরমিযী)

١٥٢٢– وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَلاَ : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) [السجدة : ١٦]. ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : رَأْسِ الْأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَالِكَ كُلِّهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ « كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২২. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং দোযখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। অবশ্য আল্লাহ

তা'আলা যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য একাজটা খুবই সহজ। আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ বলে দেব না ? রোযা ঢাল স্বরূপ-প্রতিরোধকারী। সাদাকা-যাকাত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভয়ে দেয়। মানুষের গভীর রাতের নামাযও এভাবে গুনাহসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ... يَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত"। "তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আর আমি তাদের যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই জানে না"। (সূরা আস্-সিজদা ঃ ১৬ - ১৭)।

তিনি আবার বললেন ঃ তোমাকে কি যাবতীয় কাজের মূল কাণ্ড এবং এর উচ্চ ও উন্নত শিখরের কথা বলব না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তা অবশ্যই। তিনি বললেন ঃ দীনের যাবতীয় কাজের মূল উৎস ইসলাম, এর কাণ্ড হল নামায এবং এর উচ্চ চূড়া হল জিহাদ ও সংগ্রাম। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐ সবগুলোর 'মূল' বলে দিব না ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি তাঁর জিহবা ধরে বললেন ঃ এটা তোমার নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বাভাবিক কথাবার্তায় যা বলে থাকি তার জন্যেও কি পাকড়াও হবো ? তিনি বললেন, তোমার প্রতি তোমার মা গম্ভীর হোক ! মানুষকে তার জিহবা দ্বারা উপর্জিত জিনিসের কারণেই জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিযী)

١٥٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ » قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে ? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচনা কর, যা সে অপছন্দ করে। বলা হল, আপনার কি মত, আমি যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন ঃ যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছ তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থেকে থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

١٥٢٤- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২৪. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে কুরবানীর দিন মিনা নামক স্থানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানের যোগ্য, যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও সম্মানের। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি ? (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : تَعْنِي قَصِيْرَةً ، فَقَالَ : « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ! » قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৫২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে (অর্থাৎ তার এই দোষগুলি) আপনার জন্য যথেষ্ট। কোন কোন রাবী বলেন, সাফিয়া (রা.) বেঁটে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন একটা কথা বলেছ, যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে পানির ওপর তা প্রভাব বিস্তার করবে। আয়েশা (রা.) বলেন ঃ আমি তাঁকে এক ব্যক্তির অনুকরণ করে দেখলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কোন মানুষের নকল বা অনুকরণ পসন্দ করি না। যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٥٢٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ ! » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫২৬. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক দল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল ! এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের গোশ্ত খেত এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবূ দাঊদ)

١٥٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান এবং ধন-সম্পদ হারাম"। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَمَاعِ الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গীবত বা পরচর্চা শ্রবণ হারাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ (القصص : ٥٥)

"কোন ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দিবে।"(সূরা কাসাসঃ ৫৫)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون : ٣)

"(তারাই মু'মিন) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।" (সূরা মু'মিনূন ঃ ৩)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"জেনে রাখ, শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টি-শক্তি, অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্যই জওয়াবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ أيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. (الأنعام : ٦٨)

"তুমি যখন দেখবে লোকেরা আমার আয়াতসমূহের দোষ-ক্রুটি খুঁজছে, তখন তাদের নিকট থেকে সরে যাও যতক্ষণ তারা এই প্রসংগের কথাবার্তা বন্ধ করে অন্য কোন কথায় মগ্ন না হয়। শয়তান যদি কখনও তোমাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়, তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে আর এই যালেমদের কাছে বসবে না"। (সূরা আন'আম ঃ ৬৮)

١٥٢٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫২৮. হযরত আবু দারদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন"। (তিরমিযী)

١٥٢٩- وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : « أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَلاَ رَسُوْلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ! وَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِي بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫২৯. হযরত ইত্‌বান ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ মালিক ইব্‌ন দুখসুম কোথায় ? এক ব্যক্তি বলল, সে মুনাফিক। সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি এরকম কথা বলো না। তুমি কি জানো না যে, সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) বলেছে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা নেই বলে, আল্লাহ তাকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٥٣٠- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِيْ قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِيْ بَابِ التَّوْبَةِ. قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ ، وَالنَّظَرُ فِيْ عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩০. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাবূকে সাহাবীগণের সাথে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কা'ব ইব্‌ন মালিক একি করলো ? বনী সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার দুই চাদর এবং তার নিজের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়াই তাকে আটকে রেখেছে। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) লোকটিকে বললেন, তুমি খুব খারাপ কথা বললে। আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমি তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের গীবতে দোষ নেই।

إعْلَمْ أَنَّ الْغِيْبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ شَرْعِيٍ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابٍ :

اَلأَوَّلُ : التَّظَلُّمُ ، فَيَجُوْزُ لِلْمَظْلُوْمِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانَ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَقُوْلُ : ظَلَمَنِي فُلاَنٌ بِكَذَ.

اَلثَّانِيْ : أَلاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيْرِ الْمُنْكِرِ ، وَرَدَّ الْعَاصِيْ إِلَى الصَّوَابِ ، فَيَقُوْلُ لِمَنْ يَرْجُوْ قُدْرَتَهُ عَلَى إِذَالَةِ الْمُنْكَرِ : فَلاَنُ يَعْمَلُ كَذَا ، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَالِكَ وَيَكُوْنُ مَقْصُوْدُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا.

اَلثَّالِثُ : أَلاسْتِفْتَاءُ ، فَيَقُوْلُ لِلْمُفْتِيْ : ظَلَمَنِيْ أَبِيْ ، أَوْ أَخِيْ ، أَوْ زَوْجِيْ ، أَوْ فُلاَنُ بِكَذَا ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَمَا طَرِيْقِيْ فِيْ الْخَلاَصِ مِنْهُ ، وَتَحْصِيْلِ حَقِّى وَدَفْعِ الظُّلْمِ ؟ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُوْلَ : مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَالتَّعْيِيْنُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِيْ حَدِيْثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

اَلرَّابِعُ : تَحْذِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيْحَتُهُمْ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوْهٍ : مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوْحِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُوْدِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ بَلْ وَاجِبُ لِلْحَاجَةِ.

وَمِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِيْ مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أَوْ إِيْدَاعِهِ أَوْ مُعَامَلَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْم مُجَاوَرَتِهِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوِرِ أَنْ لاَ يُخْفِيَ حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِئَ الَّتِيْ فِيْهِ بِنِيَّةِ النَّصِيْحَةِ.

وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ ، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ نَصِيْحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيْحَةَ ، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيْهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الْحَسَدُ ، وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيْحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُوْمُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا : إِمَّا بِأَنْ لاَ يَكُوْنَ صَالِحًا لَهَا ، وَإِمَّا بِانْ يَكُوْنَ فَاسِقًا أَوْ مُغَفَّلاً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيْلَهُ ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضِي حَالِهِ وَلاَ يَغْتَرَّبِهِ ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

اَلْخَامِسُ : أَنْ يَكُوْنَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمَرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَاخْذِ الْمَكْسِ وَجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْمًا وَتَوَلِّي الْأُمُوْرِ الْبَاطِلَةِ فَيَجُوْزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لِجُوَازِهِ سَبَبٌ أَخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ : التَّعْرِيْفُ : فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوْفًا بِلَقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَصَمِّ ، وَالْأَعْمَى ، وَالْأَحْوَلِ ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيْفُهُمْ بِذَلِكَ وَيَحْرُمُ إِطْلاَقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنَقُّصِ ؛ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيْفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَدَلاَئِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ مَشْهُوْرَةٌ. فَمَنْ ذَلِكَ.

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ সৎ ও শরীয়াত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরণের গীবতে কোন দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে ঃ

<u>প্রথম কারণ ঃ</u> অন্যায়, অত্যাচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যাদের যালিমকে দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মযলূমের প্রতি

ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎকাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে যার দ্বারা আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণ ঃ কোন বিষয়ে ফাত্‌ওয়া চাওয়া। মুফ্‌তী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা আমার উপর বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে যুলুম করেছে। তার জন্য এসব করা কি উচিৎ ? তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং যুলুমকে প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে প্রয়োজনবশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়িয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হল এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়িয।

চতুর্থ কারণ ঃ মুসলমানদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেয়া। এটা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ

১. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি আছে যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজ্‌মা'র ভিত্তিতে এটা শুধু জায়িযই নয় বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিবও। পরামর্শ দেয়া। যেমন, কোন লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেন-দেনের ব্যাপারে অন্য পক্ষের কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা বরং নসীহতের নিয়াতে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোন ফাসিক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগে তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসিক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝা বুঝিরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমনিক কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

২. কোন লোককে কোন বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হল। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসিক বা অলস ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোন যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহিত দেয়া হবে।

পঞ্চম কারণ ঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদ্'আদী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর যুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। তবে তার কৃত কু-কর্ম ছাড়া অন্য কিছু করা জায়িয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোন কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

যষ্ঠ কারণ ঃ পরিচয় দেয়া, কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়িয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়িয। তবে খাট করা বা অসম্মান কারার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোন ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম। উলামায়ে কিরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজ্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলিল প্রমাণ রয়েছে। কিছু দলীল এখানে উল্লেখ করা হল।

١٥٣١– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : » ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ أَخُوْ الْعَشِيْرَةَ ؟ « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ "তাকে অনুমতি দাও। এই ব্যক্তি নিজের বংশের মধ্যে খুব নিকৃষ্ট লোক"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٢– وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : » مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا « . رَوَاهُ الْبُخَارِيْ.

১৫৩২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীনের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। (বুখারী)

١٥٣٣– وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

«أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُوْ الْجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَأَمَّا أَبُوْ الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ » وَهُوَ تَفْسِيرُ لِرِوَايَةِ : « لاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : كَثِيرُ الأَسْفَارِ .

১৫৩৩. হযরত ফাতেমা বিনত কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম ঃ আবু জাহম ও মু'আবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মু'আবিয়া তো গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহম, সে তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, আবু জাহম সে তো মেয়েলোক পিটাতে উস্তাদ। একথাটি 'সে কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না' বাক্যের ব্যাখ্যা। এর আরও একটি অর্থ বলা হয়েছে, বেশী সফরকারী।

١٥٣٤- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ أُبَيٍّ : لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَقَالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بنِ أُبَيٍّ ، فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ : مَا فَعَلَ ، فَقَالُوْا : كَذَبَ زَيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى تَصْدِيْقِيْ : (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ....) ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৪. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে গেলাম। এই সফরে লোকদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (তার সংগীদের) বলল, রাসূলুল্লাহর সাথীদের জন্য কিছু ব্যয় কর না; যাতে তারা তাঁর সংগ ছেড়ে চলে যায়। সে আরও বলল, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিরা নীচ ও হীন ব্যক্তিদের বহিস্কার করে দেবে। আমি (যায়িদ) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে একথা জানালাম। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে শক্ত কসম করে বলল যে, সে একথা বলেনি। লোকেরা বলতে লাগল, যায়িদ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কাছে মিথ্যা বলেছে, একথায় আমি মনে খুব আঘাত পেলাম। অতঃপর মহান আল্লাহ্ আমার কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ - ...."হে নবী ! এই মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে .... (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১ – ৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মু'মিনদের উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাদের ডাকলেন। কিন্তু তারা (মুনাফিকরা) অহংকারের সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে বিরত রইলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আবু সুফিয়ান (রা.) খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও ছেলেমেয়েদের সংসার খরচা ঠিকমত দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে তা নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। তিনি বলেন ঃ স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নিতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ النَّمِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুটনামী বা পরোক্ষ নিন্দা করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (القلم : ١١)

"যে লোক গালাগাল করে অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়।" (সূরা কল্‌ম ঃ ১৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হয় তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

١٥٣٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৬. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "চোখলখোর কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"।

(বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোন বড় গুনাহের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হাঁ, বিষয়টা বড়ই। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত। আর অন্য পেশাবের সময় পর্দা করত না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٣٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে জানাব না 'আদহ' কি? তা চোগলখুরী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো"। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْلِ الْحَدِيْثِ وَكَلَامِ النَّاسِ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের যাবতীয় কথাবার্তা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

"গুনাহ ও বিদ্রোহমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না"। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

١٥٣٩- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَا يُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৫৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আমি আসব তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় মন নিয়ে আসতে পারি"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ ذَمِّ ذِى الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বিমুখীপনার প্রতি নিন্দা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْيُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا (النساء : ١٠٨)

"এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সাথে থাকেন, যখন তারা রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্ মর্জির পরিপন্থী পরামর্শ করতে থাকে। এদের সমস্ত কার্যকলাপ আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন ....। (সূরা নিসা ঃ ১০৮, ১০৯)

١٥٤٠– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ : خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوْا ، وَتَجِدُوْنَ خِيَارَ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِىْ يَأْتِى هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মত। তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল। ইসলামী সমাজেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা (দীন ইসলামের) পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা প্রশাসনে ঐ সব ব্যক্তি সব চেয়ে খারাপ, যে একবার ঐ দলের কাছে একরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং আরেকবার অন্য একরূপে অন্য দলের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤١– وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৫৪১. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) লোকেরা একবার আমার দাদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) কাছে এসে বলল ঃ আমরা বাদশার কাছে যাই এবং তার সাথে কথাবার্তা বলি। যখন সেখান থেকে ফিরে আসি তখন তার বিপরীত কথা

বলি। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন ঃ আমরা এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মোনাফেকী বলে গণ্য করতাম। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথা বলা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"এমন কোন বিষয়ের পিছনে লেগে যেও না, যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই সে বলুক না কেন তার সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

١٥٤٢– وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সত্যবাদীতা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ দেখায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মিথ্যা মানুষকে পাপও গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর পাঁপ ও গোনাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤٣– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بن عُمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি খাসলত পাওয়া যাবে, সে পাকা মুনাফিক। যার মধ্যে উহার যে কোন একটি খাসলত পাওয়া যাবে। আর যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি খাসলত আছে বলা হবে। (ঐগুলি হলো) যে আমানতের খিয়াতন করে, কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٤٤– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করে যা সে আদৌ দেখেনি, তাকে দুটি যবের দানার মধ্যে গিট লাগাতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনও তা পারবে না। যে ব্যক্তি কোন লোক সমষ্টির এমন কথা কান লাগিয়ে শুনবে যা তারা পছন্দ করে না; কিয়ামতের দিন তার কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন জীবের প্রতিকৃতি বা ছবি নির্মাণ করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে তার মধ্যে জীবন দান করতে। কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। (বুখারী)

١٥٤٥– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، ﷺ : أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। সবচেয়ে বড় অপবাদ হল, কোন ব্যক্তি তার চোখকে এমন জিনিস দেখবে যা তার চোখ প্রকৃতপক্ষে দেখেনি। (বুখারী)

١٥٤٦– وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ » فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَمَّا ذَاتَ غَدَاةٍ : « إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ لَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي

بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى ! » قَالَ : « قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِيْ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِيْ الْمَرَّةِ الْأُوْلَى » قَالَ : قُلْتُ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ » فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَالِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ ، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : ، أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وَإِذَا فِيْ النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذَلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأًى ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نُوْرِ الرَّبِيْعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلاً فِيْ السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ

مِنْ أَكْثَرَ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِيْ : انْطَلِقْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَوْ دَوْحَةً قَطّ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِيْ: اِرْقَ فِيْهَا ، فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : أذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذَلِكَ النَّهْرِ ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِيْ الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوْا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ : قَالاَ لِيْ : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالاَ لِيْ : هَذَاكَ مَنْزِلَكَ > قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمَا ، فَذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهُ ، قَالاَ : أَمَا الْآنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّيْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ؟ فَمَا هَذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِيْ : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ ، فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِيْ النَّهْرِ ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِيْ الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ ، فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » وَفِيْ رِوَايَةِ الْبَرْقَانِيّ : « وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ » فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ، وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

ﷺ : « وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৪৬. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? যাকে আল্লাহ্ তাওফিক দিতেন, তিনি তাঁর কাছে তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতেন। একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেন ঃ আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দুইজন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে বলল ঃ আমাদের সাথে চলুন। আমি তাদের সাথে গেলাম। আমরা এমন এক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিত হয়ে শুয়ে আছে। অপর এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথর দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে এবং তা থেতলিয়ে দিচ্ছে। যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে তখন তা গড়িয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। লোকটি গিয়ে পাথরটি পুনরায় তুলে নিচ্ছে। এবং তা নিয়ে ফিরে আসার সাথে সাথেই লোকটির মাথা পুনরায় পূর্বের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। সে আবার লোকটির কাছে ফিরে আসছে এবং তাকে পূর্বের মত শাস্তি দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমি আমার সংগী দু'জনকে জিজ্ঞেস কললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে চলুন!! সুতরাং আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক দিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিড়ে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমণ্ডলের অপর দিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্বের চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা উভয়ে আমাকে বলল, সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং চুলার মত একটা গর্তের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, "আমার ধারনা, তিনি বলেছেন, গর্তের ভিতর জোরে চিৎকার ও শোরগোল হচ্ছিল।" আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম, অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ সেখানে রয়েছে। তাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠছে। যখন তা তাদেরকে বেষ্টন করে ধরছে তখন তারা জোরে চিৎকার করছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একটি ঝর্ণায় পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, এর পানির রং ছিল রক্তের মত লাল। ঝর্ণার মধ্যে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। অন্য ব্যক্তি ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার কাছে অনেক পাথর স্তুপ করে রেখেছে। সন্তরণকারী যখন সাঁতার কাটতে কাটতে কিনারের ব্যক্তির কাছে আসছে; সে তার মুখের উপর এমন এক

পাথর নিক্ষেপ করছে যাতে তার মুখ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সে আবার সাঁতারাতে শুরু করছে। এভাবে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখনই সে ঝর্ণার কিনারায় পৌছে, তখনই ঐ ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করে তার মুখ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, সামনে চলুন! সামনে চলুন!! আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম। তার মত কদাকার চেহারার লোক খুব একটা দেখা যায় না। তার সামনে রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। সে তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি সংগীদের জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বলল ঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা সেখান থেকে সামনে এগিয়ে একটা সবুজ শ্যামল বাগানে পৌছলাম। সব প্রকারের বসন্তকালীন ফলে বাগানটি সুসজ্জিত। বাগানের মাঝখানে একজন দীর্ঘকায় লোক দেখতে পেলাম। দেহের উচ্চতার জন্য তার মাথা যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল তার মাথা আসমানের সাথে ঠেকে গেছে। তার চার পাশে অনেক ছোট ছোট শিশু যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে এবং এবং এই শিশুরা কারা? সাথীদ্বয় আমাকে বলল ঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন! আমরা সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট বৃক্ষের কাছে পৌছলাম। এর চেয়ে বড় এবং সুন্দর গাছ ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিনি। তারা আমাকে গাছে উঠতে বলল। গাছ বেয়ে আমরা সবাই এমন একটি শহরে পৌছলাম যা সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা নগরীর দরজায় পৌছে দরজা খুলতে বললে, আমাদের জন্য তা খুলে দেয়া হল। আমরা প্রবেশ করলে সেখানে এমন কতগুলি লোক আমাদের সাথে দেখা করলো যাদের শরীরের অর্ধেক এত সুন্দর এবং অর্ধেক এত কুৎসিৎ তুমি খুব কমই দেখতে পাবে। আমার সংগীদ্বয় তাদেরকে বলল, যাও, এই ঝর্ণার মধ্যে নাম। এখানে বাগানের মাজ দিয়ে একটি ঝর্ণা ছিল। তার পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ। তারা গিয়ে ঐ ঝর্ণায় নামল। অতঃপর উঠে আমাদের কাছে আসল। তখন তাদের দেহের কদাকার অংশ আর অবশিষ্ট নেই। সম্পুর্ণ দেহ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সাথীদ্বয় আমাকে বলল, এটা 'আদন' নামক জান্নাত। আর এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সাদা মেঘের মত ধবধবে একটি বালাখানা দেখতে পেলাম। সাথীদ্বয় বলল, এটা আপনার বাসভবন। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদের অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। আমাকে একটু ভিতরে গিয়ে দেখতে দাও। তারা বলল, এখন আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে হাঁ, ওখানে আপনিই প্রবেশ করবেন। আমি তাদেরকে বললাম ঃ আমি আজ রাতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখলাম। এগুলো কি দেখলাম? তারা বলল, আমরা এগুলো সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই অবহিত করব। প্রথমে যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে, সে এমন এক ব্যক্তি যে কুরআন মুখস্ত করে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত লোহার আঁকড়া দিয়ে চিরে দেয়া হচ্ছে, সে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে

ছড়িয়ে পড়ত। তৃতীয়, যে সব উলঙ্গ নারী-পুরুষকে আগুনের গর্তের মধ্যে দেখেছেন, তারা হল ব্যভিচারী নারী-পুরুষ। চতুর্থ, যে ব্যক্তিকে ঝর্ণার মধ্যে সাঁতার কাটতে দেখেছেন এবং যার মুখে প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে, সে ছিল সুদখোর। পঞ্চম, যে কদাকার ব্যক্তিকে আগুন জ্বালাতে এবং তার চারপাশে ঘুর্ণায়মান অবস্থায় দেখেছেন; সে হল দোযখের দারোগা মালিক। ষষ্ঠ বাগানের মধ্যকার দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তি হলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)। আর তার চতুষ্পার্শ্বের শিশুরা হল যারা ফিত্‌রাত বা সত্য দীনের উপর জন্মেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। হাদীসের রাবী বলেন, কোন একজন মুসলমান জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! মুশরিকদের শিশু সন্তানদের কি অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাদের মধ্যে মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও আছে। সপ্তম, অর্ধেক কুৎসিত ও অর্ধেক সুশ্রী দেহের যে লোকগুলোকে দেখেছেন, তারা ভাল-মন্দ উভয় ধরনের কাজের সংমিশ্রণ করে ফেলেছিল আল্লাহ তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী)

بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْكِذْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয।

إعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّمًا فَيَجُوْزُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِشُرُوْطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا فِيْ كِتَابِ : « الْأَذْكَارِ » وَمُخْتَصَرُ ذَلِكَ : أَنَّ الْكَلَامَ وَسِيْلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ فَكُلُّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ تُحْصِيْلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فِيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيْلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ جَازَ الْكَذِبُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ تُحْصِيْلُ ذَلِكَ الْمَقْصُوْدِ مُبَاحًا كَانَ الْكَاذِبُ مُبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، كَانَ الْكَذِبُ وَاجِبًا. فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ أَخْذَ مَالِهِ ، وَأَخْفَى مَالَهُ وَسُئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهُ وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيْعَةٌ ، وَأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا ، وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا ، وَالْأَحْوَطُ فِيْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُوَرِّيَ ، وَمَعْنَى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوْدًا صَحِيْحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِيْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الْكَذِبِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِيْ هَذَا الْحَالِ.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ لِجَوَازِ الْكَذِبِ فِى هذَا الْحَالِ بِحَدِيْثِ أُمِّ كُلْثُوْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, মিথ্যা বলা মূলত হারাম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে জায়িয। সংক্ষেপে তা হল ঃ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে কথা বলতে হয়। ভাল উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা ছাড়া লাভ করা না যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়েয। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি মুবাহ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাও মুবাহ। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। যেমন, কোন হত্যাকারী যালিমের ভয়ে কোন মুসলমান কোন ব্যক্তি কাছে পালিয়ে থাকে, অথবা ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অন্যের কাছে সরিয়ে রাখে; আর যালিম যদি কারো কাছে তা জানার জন্যে খোঁজ নেয় তখন মিথ্যা বলা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এমনিভাবে কারো কাছে যদি কোন আমানত গচ্ছিত থাকে আর যালেম যদি তা ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এসব ক্ষেত্রে রূপক ভাষার মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তার কথার সাথে সঠিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সে মিথ্যুক হবে না যদিও শব্দগুলো বাহ্যত মিথ্যার অর্থ প্রকাশ করে; বা যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার দিক থেকে বিচার করলে মিথ্যাই মনে হয়। যদি চতুরতা পরিহার করে সরাসরি মিথ্যা কথা বলা হয় তবুও তা হারাম হবে না।

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ উম্মে কুলসুম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়। বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে কল্যাণের কথা বলে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الحَثِّ عَلَى التَّثَبُّتِ فِيْمَا يَقُوْلُ وَيَحْكِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্যাসত্য যাচাই করার পর কোন কথা বর্ণনা করতে হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"যে কথাই তার মুখ থেকে উচ্চারিত করে তা সংরক্ষণের জন্য সদাপ্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত রয়েছে"। (সূরা কাফ ঃ ১৮)।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق : ١٨)

যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে যেও না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)।

١٥٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে"। (মুসলিম)

١٥٤٨- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৪৮. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে এবং সে জানে যে সে মিথ্যা বর্ণনা করছে, তা হলে সে একজন মিথ্যাবাদী"। (মুসলিম)

١٥٤٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৪৯. হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন সতীন আছে। আমি যদি তাকে বলি, স্বামী আমাকে এটা এটা দিয়েছে অথচ সে তার দেয়নি, তবে কি আমার কোন দোষ হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যতটুকু দেয়া হয়নি যে ততটুকু দেখায় সে ব্যক্তি মিথ্যার দু'টি জামা পরিধানকারীর মত"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيْمِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ (الحج : ٣٠)

"মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩০)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : ٣٦)

"যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগোনা।"(সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٨)

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন তা সংরক্ষণের জন্য সদা প্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষক তার সাথেই রয়েছে।" (সূরা কাফ্ ঃ ১৮)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"বস্তুত তোমার প্রতিপালক ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন।" (সূরা ফাজ্র ঃ ১৪

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (الفرقان : ٧٢)

("রহমানের বান্দাহ তারা), যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না"। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২)

١٥٥٠– وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : « اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ » وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ! » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫০. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করব না? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একথা গুলো হেলান দেয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ সাবধান! আর মিথ্যা কথা বল না। তিনি একথাটা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ لَعْنِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَوْ دَابَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোন পশুকে অভিশাপ দেয়া হারাম।

١٥٥١– عَنْ أَبِى زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَهُوَا مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫১. হযরত আবু যায়িদ ইব্ন সাবিত ইব্ন দাহাক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বাই'আত রিদ্ওয়ান নামক মহান শপথ অনুষ্ঠানে অংশীদার ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ইসলাম ছাড়া অন্য

মিল্লাত বা ধর্মের শপথ করে তবে সে ঐ রকমই। কোন ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে তাকে কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয় তাতে তার কোন মানত হয় না। মু'মিন ব্যক্তিকে অভিপাশ বা লানত দেয়া হত্যা করার সমতুল্য"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٥٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ : « لاَيَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সত্যবাদী মু'মিনের জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে অত্যধিক অভিসম্পাতকারী হবে"। (মুসলিম)

١٥٥٣- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَيَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৩. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অধিক অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারীও হতে পারবে না এবং সাক্ষীও হতে পারবে না"। (মুসলিম)

١٥٥٤- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৫৫৪. হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা পরস্পরকে আল্লাহর অভিশাপ, ক্রোধ ও দোযখ দ্বারা অভিসম্পাত কর না"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٥٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৫৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না"। (তিরমিযী)

١٥٥٦- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ وَفَتُغْلَقُ أَبْوَابُ

السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ.

১৫৫৬. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লানত করে তখন তা আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু আসমানের দরজা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীতে ফিরে আসে কিন্তু সাথে সাথে পৃথিবীর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তা আবার ডানে বামে ছুটাছুটি করে। কিন্তু সেখানেও যদি তা কোন জায়গা না পায় তাহলে যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে সেখানে ফিরে যায়। যদি তা অভিশাপের উপযোগী হয় তবে সেখানে পতিত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর কাছেই ফিরে যায়। (আবু দাঊদ)

١٥٥٧– وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ » قَالَ عِمْرَانَ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِيْ فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৭. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। (আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম)। এক আনসার মহিলা উটটিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হাঁকাচ্ছিল আর অভিশাপ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বলছিলেন ঃ উটের পিঠের সামান পত্র নামিয়ে নিয়ে এটিকে ছেড়ে দাও। কেননা এখন এটি অভিশপ্ত। ইমরান (রা.) বলেন ঃ আমি এখনও যেন উটটিকে দেখতে পাচ্ছি। তা লোকজনের মাঝে চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না। (মুসলিম)

١٥٥٨– وَعَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ : حَلْ، أَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « لاَتُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৫৮. আবু বারযা নাদলা ইব্‌ন উবাইদ আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক যুবতী নারী একটি উটের পিঠে সফর করছিল। উটটির পিঠে লোকজনের কিছু মালপত্রও ছিল। উক্ত যুবতী হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। দলের লোকদের কাছে পাহাড়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। যুবতী (উটটিকে দাবড়িয়ে) বললো, হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ বর্ষণ করো। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বললেন, অভিশপ্ত উট আমাদের সাথে যেতে পারে না। (মুসলিম)

بَابُ جَوازِ لَعْنَ أَصْحَابَ الْمَعَاصِى غَيْرِ الْمُعَيَّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুষ্কৃতিকারীদের নাম নির্দিষ্ট না করে অভিশাপ দেয়া জায়িয।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ (هود : ١٨)

"শুনে রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (সূরা হূদ ঃ ১৮)

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ (الأعراف : ٤٤)

"তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে একথা ঘোষণা করবে যে যালিমেদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৪৪)

وَثَبَتَ فِىْ الصَّحِيْحِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا » وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ ، وَأَنَّهُ قَالَ. « لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ » أَىْ : حُدُوْدَهَا ؛ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ » « وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ » وَأَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » وَأَنَّهُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ اَلْعَنْ رِعْلاً ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ » وَهٰذِه ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ». وَأَنَّهُ « لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ».

وَجَمِيْعُ هٰذِهِ الأَلْفَاظِ فِىْ الصَّحِيْحِ ، بَعْضُهَا فِىْ صَحِيْحِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٌ وَبَعْضُهَا فِىْ أَحَدِهِمَا وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الاِخْتِصَارَ بِالإِشَارَةِ إِلَيْهَا ، وَمَاأَذْكُرُ مُعْظَمَهَا فِىْ أَبْوَابِهَا مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করে বলেছেন ঃ "যে সব নারী পরচুলা লাগিয়ে

নিজেদের চুল লম্বা করে এবং যারা ঐ কাজ করে দেয় তাদের প্রতি আল্লাহর লানত"। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ সুদখোরদের অভিশাপ করেছেন"। তিনি (নবী) "জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণকারীদের লানত করেছেন"। তিনি বলেছেনঃ "যারা জমিনের সীমানা অবৈধভাবে পরিবর্তন করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত"। যে ডিম চুরি করে, যে আপন পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় বা অভিশাপ দেয়, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে যবাই করে, এদের সকলের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনা মনোয়ারায় শরীয়াত বিরোধী কোন কাজের প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদা'আতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়; তাদের প্রতি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষ অভিসম্পাত করেন। তিনি এ বলে বদ্‌দু'আ করেছেনঃ হে আল্লাহ ! তুমি অভিশাপ বর্ষণ কর রে'অল' যাকওয়ান ও উসাইয়ার গোত্রের উপর। কেননা তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রে'অল, যাকওয়ান ও উসাইয়া আরবের তিনটি গোত্রের নাম। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদীদের অভিশাপ করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বা সিজ্‌দার স্থানে পরিণত করেছে। যে সব পুরুষ নারীর সাজে সজ্জিত হয় এবং যে সব নারী পুরুষের বেশে সজ্জিত হয় তাদেরকে নবী (সা.) অভিশাপ করেছেন। উল্লিখিত সব কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর কতক সহীহ্ বুখারী এবং কতক সহীহ্ মুসলিম আর কতক। উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত করেছি। গ্রন্থের অনুচ্ছেদ ইনশাল্লাহ -এর ক্ষতি ও অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া হারাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যে সব লোক ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের বিনা কারণে কষ্ট দেয় তারা একটা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজের মাথা উঠিয়ে নেয়" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٥٥٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদেরকে গালমন্দ করা ফাসেকী আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী"। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٥٦٠- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لاَيَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৫৬০. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি যেন ফাসিক অথবা কাফির না বলে। কেননা সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে তবে এই অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে এসে চাপে। (বুখারী)

١٥٦١- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِىْ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِىَ الْمَظْلُوْمُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন ঃ পরস্পরকে গালী প্রদানকারীর মধ্যে যে আগে গালি দিয়েছে সে দোষী যদি নির্যাতিত (প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে) ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করে থাকে। (মুসলিম)

١٥٦٢- وَعَنْهُ قَالَ : إُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : « اضْرِبُوْهُ » قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللّٰهُ » قَالَ : « لاَ تَقُوْلُوْا هٰذَا ، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৫৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করা হল। সে মদ পান করে ছিল। তিনি বললেন ঃ একে মারো। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদের মধ্যে কেই হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, আবার কেউ কাপড় দিয়ে তাকে মারল। যখন সে ব্যক্তি ওখান থেকে প্রত্যার্বতন করল, তখন কোন একজন বলল, আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এধরণের কথা বলো না। তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না। (বুখারী)

١٥٦٣- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنٰى يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি তার ক্রীতদাসীর উপর যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর এর হদ্দ বা দন্ড কার্যকর করা হবে। যে ভাবে সে ঘটনা তৈরী করেছে সে ভাবেই তার ফয়সালা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الْأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বা শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া গালি গালাজ করা হারাম।

وَهُوَ التَّحْذِيْرُ مِنَ الْاقْتِدَاءِ بِهِ فِيْ بِدْعَتِهِ وَفِسْقِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ وَفِيْهِ الْآيَةُ وَالْأَحَادِيْثُ السَّابِقَةُ فِيْ الْبَابِ قَبْلَهُ.

ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির কৃত খারাপ বিদ্'আতী কাজকে বৈধ মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে সর্তক থাকতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বেই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَسُبُّوْا الْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৬৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা যা কিছু করেছে তার ফলাফলের কাছে গিয়ে পৌছেছে। (বুখারী)

بَابُ النَّهِيِ عَنِ الْإِيْذَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উৎপীড়ণ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যে সব লোক মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা অতি বড় একটা মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় তুলে নেয়া" (সূরা আহ্যাবঃ ৫৮)

١٥٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মুসলমান যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমুহ পরিত্যাগ করেছে সেই প্রকৃত মুহাজির। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ থেকে মুক্ত হতে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে চায় সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজে অন্যের কাছে আশা করে। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِىِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ, দেখা সাক্ষাত বর্জন ও সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পরের ভাই। (সূরা হুজ্‌রাত)

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (المائدة : ٥٤)

"মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিনও কঠোর"। (সুরা মায়িদা ঃ ৫৪)

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح : ٢٩)

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং যে সব লোক তাঁর সাথে রয়েছেন তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহশীল"।

(সূরা ফাতহ্‌ ঃ ২১)

١٥٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করো না, দেখা সাক্ষাৎ বর্জন করো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাইভাই হয়ে বসবাস করো। কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের তিন দিনের বেশী সময়ের জন্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করা হালাল বা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ! » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেয়। আর যে লোকের সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা রয়েছে তাদের সম্পর্ক বলা হয় এদের অবকাশ দাও যেন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নিতে পারে। (ইমাম মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংসা-বিদ্বেষ করা হারাম।

وَهُوَ تَمَنِّى زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء : ٥٤)

আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ হিংসার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তিকে যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার ধ্বংস কামনা করা। তা দুনিয়ার নিয়ামত হতে পারে কিংবা দীনের নিয়ামত হতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তবে কি তারা অন্যান্য লোকদের প্রতি শুধু এজন্যই হিংসা পোষণ করে আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন"? (সূরা নিসা ঃ ৫৪)

١٥٦٩- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّا الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَابَ ، أَوْ قَالَ : الْعُشْبَ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ.

১৫৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের ভাল গুণগুলো এমনিভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনিভাবে আগুন শুক্না কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে"। অথবা তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঠের পরিবর্তে শুকনো ঘাসের কথা বলেছিলেন। (আবু দাঊদ)

بَابُ النَّهِىَ عَنِ التَّجَسُّسِ وَالتَّسَمعَ لِكَلَامِ مَنْ يَكرَهُ اِسْتِمَاعُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পরের দোষত্রুটি তালাশ করা ও গোপনে কান পেতে শুনা নিষেধ।

وَلاَ تَجَسَّسُوْا (الحجرات : ١٢)

"তোমরা একে অপরের দোষ তালাশ কর না" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট অপরাধের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا ، وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا ، وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا ، وَلاَ تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ ، اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا ، اَلتَّقْوَى هَهُنَا » وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ، إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ : « لاَ تَحَاسَدُوْا ، وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَتَحَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ : « لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : « لاَ تَهَاجَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান ! অযথা ধারনা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারনা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ তালাশ করো না; পরস্পরের ক্রটি খুঁজতে লেগে যেও না। পরস্পর হিংসা পোষণ কর না; যোগাযোগ বন্ধ করে দিও না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাক, যে ভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাক্‌ওয়া ও খোদাভীতি এখানে। এই বলে তিনি তাঁর মুবারক বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন -সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকাবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকাবেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ছিদ্রান্বেষণ কর না, দোষ খুঁজে বেড়াবে না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল। অপর বর্ণনায় আছে ঃ সম্পর্কচ্ছেদ করো না, খোঁজ-খবর নেয় বন্ধ কর না, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। একজনের ক্রয় বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয় বিক্রয় না করে। (মুসলিম)

١٥٧١- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৭১. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তুমি মুসলমানদের দোষ খুঁজতে লেগে যাও, তবে তুমি তাদেরকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। অথবা তাদেরকে ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলার উপক্রম করবে। এটি একটি সহীহ হাদীস (আবূ দাউদ)

١٥٧٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيْلَ لَهُ : هٰذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ. حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.